তারিখ ৮/১/৮২

২৫০

টেক্সট বুক বোর্ডের বইয়ের দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

গতকাল (মঙ্গলবার) ডাকঘরের মাধ্যমে স্কুল পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু হইয়াছে। ঢাকায় পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীর সেটের সব বই গতকাল পর্যন্ত ডাকঘরে পাওয়া যায় নাই। বোর্ড সূত্র জানান, উক্ত দুই শ্রেণীর সমাজ-বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও ধর্মবিষয়ক পুস্তক নূতন ছাপা হইতেছে, এগুলি পাইতে কয়েকদিন বিলম্ব হইবে।

বোর্ড এবারের বইয়ের দাম গতবারের তুলনায় প্রায় ১০০ ভাগ বাড়াইয়াছেন। কর্তৃপক্ষ অবশ্য মূল্যবৃদ্ধির কারণ হিসাবে মেক্যানিক্যাল নিউজপ্রিন্টের দাম বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করেন। টন-প্রতি উক্ত নিউজপ্রিন্টের দাম ১৩ হাজার হইতে সম্প্রতি আরও ১৮ শত টাকা বাড়াইয়া ১৪ হাজার ৮ শত করা হইয়াছে। মেক্যানিক্যাল নিউজপ্রিন্টের দাম বৃদ্ধি না করার বোর্ডের আবেদন মঞ্জুর করিতে সরকার অক্ষমতা জ্ঞাপন করার পর বইয়ের দাম বৃদ্ধি পায়। পুস্তকের মূল্যবৃদ্ধির পরেও বোর্ড হয়ত এবারও ঘাটতি এড়াইতে পারিবে না। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বোর্ড ৫।৬ কোটি টাকা ঘাটতির সম্মুখীন হয়। ১৯৭৮ সালে পুস্তকের মূল্য শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাসের পরে সরকার এক-বারমাত্র বোর্ডকে ১ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করিয়াছিল। অবশিষ্ট ঘাটতি পূরণের জন্যও সরকারের নিকট বোর্ড আবেদন জানাইয়া রাখিয়াছে।

দর বৃদ্ধির ফলে এবার প্রথম শ্রেণীর ৪ খানা বইয়ের দাম দাঁড়াইয়াছে ১৩ টাকা ৪০ পয়সা, গতবার ছিল ৬ টাকা ১৭ পয়সা। একইভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর বই ৭ টাকা ৯১ পয়সার স্থলে ১৫ টাকা ৭০ পয়সা হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর বই এবার ৩০ টাকা ৩২ পয়সা। গতবার ছিল ১৮ টাকা ৪৮ পয়সা। চতুর্থ শ্রেণীর ৬ খানি বইয়ের দাম এবার ১৭ টাকার স্থলে ২৫ টাকা ৮০ পয়সা। পঞ্চম শ্রেণীর ১৯ টাকা ৪০ পয়সার স্থলে ২৯ টাকা ৭০ পয়সা। ষষ্ঠ শ্রেণীর বই ২৯ টাকা ৩০ পয়সার স্থলে ৩৮ টাকা ৮০ পয়সা। অষ্টম শ্রেণীর বই এবার নূতন ছাপা হইতেছে। বাংলা, ইংরেজী, অঙ্ক, জ্যামিতিসহ ৮খানি অষ্টম শ্রেণীর বই বেসরকারী প্রকাশকরা প্রকাশ করিতেছেন। এই লইয়া এবার পর্যন্ত প্রথম হইতে অষ্টম শ্রেণী অবধি নূতন বই প্রবর্তিত হইল। আগামী বৎসর নবম শ্রেণীর নূতন বই চালু হইবে। নূতন বই চালু হওয়ার সময় দামও স্বভাবতঃই বদলাইয়া যাইবে।

(৮ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

গতবার ডাকঘরের মাধ্যমে বোর্ডের বই বিক্রয়ের পদ্ধতি ব্যর্থ হয়। এবারও ডাকঘরের মাধ্যমে বই বিক্রয় শুরু হইয়াছে। গতবার ডাকঘরগুলিতে দেওয়া প্রায় তিন কোটি বইয়ের মধ্যে ৯৬ লক্ষ বই অবিক্রীত থাকিয়া যায়। সেই বই এবার বিক্রয় হইতেছে। বোর্ড ডাকঘরকে শতকরা সাড়ে ২২ টাকা হারে কমিশন প্রদান করিতেছে।

বোর্ড কর্তৃপক্ষ অবশ্য এবার ডাকঘরের মাধ্যমে বই বিক্রয়ে সাফল্য লাভের ব্যাপারে আশাবাদী। তাহাদের মতে, গত বৎসর বেসরকারী বিক্রেতাদের হাতে বোর্ডের বই থাকায় বাজারে প্রচুর বই বিক্রয় হয়, ফলে ডাকঘরে বই থাকিয়া যায়। গত বৎসরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাইয়া ডাকঘর এবার পুস্তক বিক্রয়ে সফল হইবে বলিয়া বোর্ড মনে করে।

তবে খোলা বাজারে লিখিত মূল্যের দ্বিগুণ-তিনগুণ দামে কিছু কিছু বোর্ড-পুস্তক বিক্রয় হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে টেক্সট বুক বোর্ড চেয়ারম্যানকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন, বোর্ডের একমাত্র অনুমোদিত এজেন্ট—ডাকঘর ব্যতীত অন্য কাহারো এই বই ক্রয়-বিক্রয় করা বেআইনী। এ ধরনের অবৈধ বিক্রেতাদের দমনের জন্য বোর্ড আইন-শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সহায়তা কামনা করিতে পারে।